গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর।
http://food.rangpurdiv.gov.bd
www.dgfood.gov.bd

প্রোগ্রাম নং-৪৪/ডিআরটিসি।

স্মারক নং ঃ ১৩.০৮.০০০০.০০৫.৫০.০৪০.১৭.২১৮২ তারিখঃ ২৪/০১/১৮

প্রাপক ঃ ১. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ভজনপুরএলএসডি, পঞ্চগড়।
২. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সৈয়দপুর এলএসডি, নীলফামারী।

বিষয় ঃ **সড়ক পথে ৩০০ (তিনশত) মেঃ টন গমের চলাচল সূচি।**

সূত্র ঃ ১। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নীলফামারী কার্যালয়ের স্মারক নং- ১৩৭, তাং- ২২/০১/২০১৮
২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পঞ্চগড় কার্যালয়ের স্মারক নং- ১১৬, তারিখ- ২৪/০১/২০১৮

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নীলফামারী সূত্রস্থ ১ নং স্মারকে জেলার সৈয়দপুর এলএসডিতে ইপি/ওপি ও সেনা খাতে বিলি-বিতরণের জন্য গমের চাহিদা প্রদান করেন। গমের মজুত পর্যাপ্ত না থাকায় ইপি/ওপি ও সেনা খাতে বিলি-বিতরণের জন্য সৈয়দপুর এলএসডিতে গম সরবরাহ করা প্রয়োজন। অপরদিকে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পঞ্চগড় ২ নং সূত্রে জেলার ভজনপুর ও তেঁতুলিয়া এলএসডি হতে সরকারি স্বার্থে চাহিদার অতিরিক্ত গম সরানোর প্রস্তাব করেন। বর্তমানে ভজনপুর ও তেঁতুলিয়া এলএসডিতে যথাক্রমে ৫৮১ ও ৯৩৬ মেঃটন গম মজুত রয়েছে। দীর্ঘ মজুত জনিত কারণে গমের গুণগত মান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে এবং এতে সরকারের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে মর্মে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পঞ্চগড় সূত্রস্থ স্মারকে উক্ত গম নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। বিলি-বিতরণের উল্লেখযোগ্য কোন খাত না থাকায় ভজনপুর ও তেঁতুলিয়া এলএসডিতে মজুতকৃত গম চাহিদাকৃত স্থানে সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। ভজনপুর ও তেঁতুলিয়া এলএসডি'র মজুতকৃত গম ডিআরটিসি'র মাধ্যমে নীলফামারী জেলার চাহিদাকৃত এলএসডিতে স্থানান্তর করলে একদিকে ইপি/ওপি ও সেনা খাতের চাহিদা পূরণ হবে অন্যদিকে দীর্ঘ দিনের মজুতকৃত গম নিষ্পত্তি হবে।

এমতাবস্থায়, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নীলফামারী এর চাহিদার প্রেক্ষিতে ইপি/ওপি ও সেনা খাতে বিলি-বিতরণের জন্য এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পঞ্চগড় এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে দীর্ঘ দিনের মজুতকৃত গম নিষ্পত্তির স্বার্থে স্বল্প দূরত্ব বিবেচনায় এবং পশ্চাৎমূখী চলাচল পরিহার করে ৩০০ (তিনশত) মেঃ টন গমের ঠিকাদার ওয়ারী সড়কপথে নিম্নোক্তভাবে চলাচল সূচি জারি করা হলো।

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম	প্রেরণ কেন্দ্র	প্রাপক কেন্দ্র	পন্য	পরিমাণ (মেঃটন)	শ্রেণী	পরিবহণ মাধ্যম
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
১	মে/আব্দুর রহিম গাজী	ভজনপুর এলএসডি	সৈয়দপুর এলএসডি	গম	৫০.০০০	৪নং স্লাব	সড়ক
২	মে/এইচ.এম লুৎফর রহমান	ঐ		ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
৩	মে/সিদ্দিক ট্রেডার্স	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
৪	মে/নজরুল ইসলাম (কুষ্টিয়া)	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
৫	মে/শ্রী রনজিৎ প্রসাদ	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
৬	মে/সনৎ কুমার সাহা	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
				সর্বমোট=	৩০০.০০০ (তিনশত)		

নির্দেশনাবলী ঃ

১. জারীকৃত সূচীর অধীনে প্রেরিত গম অবশ্যই বিনির্দেশসম্মত হতে হবে এবং ওয়ারেন্টি মোতাবেক গম প্রেরণ করতে হবে।
২. প্রেরিত খামালের গমের মান কারিগরী শাখার কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পরিদর্শনকৃত, যাচাইকৃত এবং ভৌত বিশ্লেষণকৃত হতে হবে।
৩. প্রেরক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রেরিতব্য খাদ্যশস্যের বস্তায় ১০০% স্টেনসীল ও বিনির্দেশ যাচাই করে খাদ্যশস্য প্রেরণ করবেন। প্রাপক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরূপভাবে খাদ্যশস্য বুঝে নিবেন। এছাড়াও প্রেরক কেন্দ্রের উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের তদারকিতে প্রেরিতব্য খাদ্যশস্য প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে সৃষ্ট জটিলতার দায় সংশ্লিষ্ট প্রেরক/প্রাপক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের উপর বর্তাবে।
৪. প্রেরক কেন্দ্র কর্তৃক প্রতিটি ইনভয়েসের বিপরীতে নমুনা ও ভৌত বিশ্লেষণ রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।
৫. প্রেরক কেন্দ্রের জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে সূচিকৃত পন্য বোঝাই দিতে হবে।
৬. যে কেন্দ্র হতে সূচী জারী করা হয়েছে অবিলম্বে সেই কেন্দ্রের জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিবিড় তদারকিতে উক্ত কেন্দ্রের গমের ভৌত গুনগতমান যাচাই করতে হবে।
৭. জারীকৃত সূচীর অধীনে কোন কেন্দ্র হতে বিনির্দেশ বহির্ভূত গম এলএসডির স্টেনসীল বিহীন কোন বস্তা প্রেরিত হলে ঐ কেন্দ্রের সূচী বন্ধ রাখাসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৮. উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কারিগরী খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক খামাল সার্ভে করতঃ বিশ্লেষণ প্রতিবেদন ডি-ইনভয়েসের সাথে গেঁথে দিতে হবে। ঠিকাদার/প্রতিনিধিগণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সংগৃহীত নমুনা যৌথ স্বাক্ষরে সীলগালা করে ট্রাকের সাথে প্রেরণ করতে হবে। ওয়ারেন্টি অনুযায়ী মালামাল অবশ্যই প্রেরণ করতে হবে। কোনক্রমেই চলাচল সূচীর অনুকূলে পোকাক্রান্ত বা জীবন্ত পোকা সহ নিম্নমানের খাদ্যশস্য প্রেরণ করা যাবে না। অন্যথায় প্রেরকের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৯. সূচীপ্রাপ্ত ঠিকাদারগণ সংশ্লিষ্ট সি.এস.ডি/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে যোগদান পত্র দাখিল করবেন এবং সি.এস.ডি/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর চলাচল সূচী যাচাই করে নিশ্চিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট খাদ্য গুদাম হতে মালামাল পরিবহণের ব্যবস্থা করবেন।
১০. প্রেরণ কেন্দ্র হতে খাদ্যশস্য প্রেরণের ক্ষেত্রে ডি-ইনভয়েসে বিতরণ সংকেত সহ সংকেত প্রদানের তারিখ উল্লেখ করতে হবে। তাছাড়া ডি-ইনভয়েসে পণ্য উল্লেখ করতে হবে। তদ্রুপ প্রাপক কেন্দ্রকে মালামাল প্রাপ্তির সাথে সাথে তা খামাল কার্ডের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
১১. সকল ক্ষেত্রেই ব্যাক মুভমেন্ট পরিহার করে এই সূচী কার্যকর করতে হবে এবং এই সূচীর পরিবাহিত মালামাল ব্যাক মুভমেন্ট করা যাবে না।
১২. প্রেরক/প্রাপক কেন্দ্র থেকে দৈনন্দিন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর হতে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরণ ও প্রাপ্তির অগ্রগতি জানাতে হবে।

p-2(44).jpg

১৩. প্রেরণকারী কর্মকর্তাকে মালামাল প্রেরণের সাথে সাথে ভি-ইনভয়েস ইস্যু করতে হবে এবং প্রাপকগণ মালামাল প্রাপ্তির পর এবং ভি-ইনভয়েস প্রাপ্তির সাথে সাথে প্রাপ্ত অংশ পূরণ করে উহা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করবেন। প্রেরক প্রেরিত মালের প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা উত্তোলন পূর্বক যৌথ স্বাক্ষরে ১টি নমুনা ভি-ইনভয়েসের সিসি কপির সাথে পরিবহণকারীর মাধ্যমে প্রাপক কেন্দ্রে পাঠাবেন ও ১টি নমুনা নিজের কাছে রাখবেন। এর ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট প্রেরণ কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন।

১৪. গুদামে খামাল পরিদর্শন পূর্বক গুদাম লেজারে খাদ্যশস্য প্রেরণ এবং প্রাপ্তির এন্ট্রি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ ভি-ইনভয়েসে স্বাক্ষর করবেন।

১৫. প্রেরণ/প্রাপক কেন্দ্রের সাইলো অধীক্ষক/ম্যানেজার/সি.এস.ডি./এস.এল.এম.ও./ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ চলাচল সূচীর মেয়াদ শেষে নিম্নোক্ত ছকে প্রেরণ/প্রাপ্তির বিবরণী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর সহ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরণ করবেন।

ছক ঃ

সূচী নং ও তারিখ	ইনভয়েস নং ও তারিখ	প্রাপ্তির তারিখ	ঠিকাদারের নাম	প্রেরক	প্রাপক	প্রেরিত মালের পরিমাণ	প্রাপ্ত মালের পরিমাণ	পরিবহণ ঘাটতি/ বাড়তি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

১৬. পরিবহণকালীন সরকারী খাদ্যশস্য কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি/তছরূপ/জালিয়াতি/আত্মসাতের জন্য ঠিকাদার দায়ী থাকবেন এবং সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৭. ঠিকাদার/প্রতিনিধিগণ প্রেরণ কেন্দ্রে খাদ্যশস্য গ্রহণের স্বপক্ষে এবং প্রাপক কেন্দ্রে খাদ্যশস্য বুঝিয়ে দেয়ার স্বপক্ষে নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র স্বাক্ষর করবেন।

১৮. ট্রাকের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত মালামাল পরিবহণ করে পরিবহণকৃত মালামাল এবং বাংলাদেশ সরকারের যেকোন প্রোপার্টির ক্ষতি সাধন করলে/হলে ঠিকাদার/প্রেরণ কেন্দ্র দায়ী হবে।

১৯. প্রাপ্ত সূচীতে খাদ্যশস্য পরিবহণকালে আর্থিক ক্ষতির অজুহাতে অথবা খাদ্যশস্য পরিবহণে ব্যর্থ ঠিকাদার উক্ত সূচীর জন্য পরবর্তীতে সমন্বয় সূচী প্রাপ্তির আবেদন করতে পারবেন না। তবে Force Majeure এর আওতায় ঠিকাদার আবেদন করতে পারবেন।

২০. এই চলাচল সূচীর মেয়াদ ২৮/০১/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিবহণে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে চুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৪/০১/১৮
(মোঃ রায়হানুল কবীর)
আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক
রংপুর বিভাগ, রংপুর।
ফোনঃ ০৫২১-৫২১৪০

স্মারক নং ঃ ১৩.০৮.০০০০.০০৫.৫০.০৪০.১৭.২৮০(৮)

তারিখঃ ২৪/০১/১৮

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনার্থে।

১. মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। এ বিষয়ে মহোদয়ের সাথে আলোচনা ও অনুমতি উল্লেখ্য।
৩. পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪. সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর ঢাকা। খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৫. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নীলফামারী/পঞ্চগড়।
৬. উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ...।
৭. মেসার্স .... সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার/প্রতিনিধিগণ বস্তার গায়ে স্টেনসিল দেখে মালামাল বোঝাই দিবেন এবং নমুনায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন। ভাল মানের মালামাল বুঝে নিবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহা গন্তব্যে বুঝিয়ে দিবেন।
৮. বিল শাখা/নোটিশ বোর্ড, অত্র দপ্তর।

২৪/০১/১৮
আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক
রংপুর বিভাগ, রংপুর।